بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّي عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْم

وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْد

সংক্ষিপ্তসার খুৎবা জুম'আ

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মসজিদ মুবারক হতে প্রদত্ত

আঁ হযরত (সাঃ)এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন খলীফা রাশেদ ফারুকুল আযিম হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ)এর প্রশংসাসূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

২০ আগস্ট ২০২১

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ - اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

হযরত উমর (রাঃ)'র খেলাফতকালে যেসব যুদ্ধ করা হয়েছে তার উল্লেখ করা হচ্ছিল। সে সবের একটি হলো 'জুন্দায়ে সাবুর' এর যুদ্ধ। সাবুর হলো প্রাচীন খুর্যিস্তানের একটি শহর। হযরত আবু সাবরাহ্ বিন রুহম সাসানীয় (বা ইরানী) জনপদগুলো জয় করার পর সৈন্যদের নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হন, সেখানে শত্রুদের সাথে সকাল-সন্ধ্যা যুদ্ধ হতে থাকে এবং শত্রুরাও নিজেদের জায়গায় অবিচল থাকে। এরই মধ্যে এক পর্যায়ে সাধারণ মুসলমানদের মধ্য হতে কেউ নিরাপত্তা প্রদানের প্রস্তাব দিয়ে বসে। তখন শত্রুরা সঙ্গে সঙ্গে তা গ্রহণ করে ফেলে এবং দুর্গের দ্বার খুলে দেয়। মুসলমানরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করে, তোমাদের কী হয়েছে? তারা (উত্তরে) বলে, আপনারা আমাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছেন আর আমরা তা গ্রহণ করেছি। মুসলমানরা বলে, আমরাতো এমনটি করিনি। এরপর মুসলমানরা এ বিষয়ে তদন্ত করে জানতে পারে যে, মিক্নাফ নামের একজন ক্রীতদাস একাজ করেছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) এ ঘটনার বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, বিষয়টা হযরত উমর (রাঃ) অবগত হওয়ার পরে তিনি (রাঃ) বলেন, এমনটি হতে পারে না যে, এক মুসলমান কথা দিবে আর আমি তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করব। এখন সেই কৃষ্ণাঙ্গ যে সন্ধি করে ফেলেছে তা তোমাদের মেনে নিতে হবে। তবে হ্যাঁ, এই ঘোষণা করে দাও যে, আগামীতে সেনাপ্রধান ছাড়া অন্য কেউ কোন জাতির সাথে সন্ধি করতে পারবে না।

হযরত উমর (রাঃ)'র ইরান অভিযানের পেছনে যে কারণ, তা এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমর (রাঃ)'র আন্তরিক বাসনা ছিল, যদি ইরাক ও আহওয়ায-এর যুদ্ধেই এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসান ঘটে তাহলে ভালো হয়। কিন্তু ইরানী সাম্রাজ্যের অব্যাহত সামরিক তৎপরতা তাঁর (রাঃ)'র এই বাসনা পূর্ণ হতে দেয় নি। ১৭ হিজরী সনে মুসলিম সেনা কর্মকর্তাদের একটি দল হযরত উমর (রাঃ)'র সমীপে উপস্থিত হয়। হযরত উমর (রাঃ) সেই দলের সামনে, শত্রুদের সঙ্গে বারংবার চুক্তিভঙ্গ ও বিদ্রোহের কারন হিসাবে এই সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, মুসলমানরা হয়ত বা বিজিত অঞ্চলগুলোর অধিবাসীদের জন্য কষ্টের কারণ হচ্ছে। দলের সদস্যরা এই বিষয়টি অস্বীকার করেন। দলের অন্যান্য সদস্যরাও এর কোন সদুত্তর উত্তর দিতে অপারক হওয়ায়, তাদের মধ্যে একজন আহনাফ বিন কায়েস বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি আপনাকে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগত করছি। আসল কথা হলো, আপনি আমাদেরকে আর কোন সামরিক অগ্রাভিযান করতে বারণ করেছেন। আপনি আর যুদ্ধ না করার এবং যতটা অঞ্চল জয় হয়েছে তাতেই সীমাবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু ইরানের বাদশাহ্ এখনও জীবিত আছে আর তার বর্তমানে ইরানীরা আমাদের সাথে লড়াই অব্যাহত রাখবে। এটি কখনও সম্ভব নয় যে, এক দেশে দুই সরকার থাকবে। আপনি জানেন যে, আমরা কোন একটি এলাকাও জবর দখল করি নি, বরং শত্রুদের আক্রমণ করার ফলে জয় করেছি। আমরা নিজে থেকে তো কখনও যুদ্ধ আরম্ভ করিনি আর এটিই আপনার নির্দেশ ছিল। শত্রুরা আক্রমণ করলে বাধ্য হয়ে যুদ্ধ করতে হতো আর এরপর সেসব এলাকা জয়ও হতো। যাহোক, তিনি বলেন,

সৈন্যবাহিনী তাদের বাদশাহ্‌র পক্ষ থেকে আসে। আর তাদের এরূপ আচরণ ভবিষ্যতেও ততদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে যতদিন আপনি আমাদেরকে সামরিক অগ্রাভিযানের এবং সম্রাটকে পারস্য থেকে বিতাড়িত করার অনুমতি না দিবেন। এরূপ হলেই পারস্যবাসীদের পুনরায় বিজয় লাভের আশা ভঙ্গ হতে পারে। হযরত উমর (রাঃ) এই মতামতকে সঠিক আখ্যা দিয়ে এটি উপলব্ধি করেন যে, এখন ইরানে অগ্রাভিযান করা ব্যতীত আর কোন উপায় নেই। এটি ছাড়া শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে না, নতুবা মুসলমানদের রক্ত ঝরতে থাকবে আর যুদ্ধ হতে থাকবে। তথাপিও কার্যত এর সিদ্ধান্ত হযরত উমর (রাঃ) ২১ হিজরী সনে নাহাওয়ান্দের যুদ্ধের পর নিয়েছেন, যখন ইরানীরা প্রবল শক্তি নিয়ে মুসলমানদের মোকাবিলা করতে বের হয়েছিল আর নাহাওয়ান্দের যুদ্ধে তুমুল লড়াই হয়েছিল। মুসলমানদের মধ্য থেকে যারা অকারণে যুদ্ধ করার বৈধতা খুঁজে বেড়ায় তাদের জন্যও বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে এবং ইসলামের ওপর আপত্তিকারীদের জন্যও এতে উত্তর চলে এসেছে যে, মুসলমানরা কখনও ভূমি দখল করার জন্য আর দেশ জয় করার জন্য যুদ্ধ করতো না, বরং তাদের ওপর আক্রমণ হলে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করতো।

ইরানের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধাভিযানগুলোর মাঝে তিনটি যুদ্ধ চূড়ান্ত লড়াইয়ের মর্যাদা রাখে, অর্থাৎ-কাদসিয়ার যুদ্ধ, জালুলার যুদ্ধ এবং নাহাওয়ান্দের যুদ্ধ। নাহাওয়ান্দের যুদ্ধ, প্রথম দু'টি যুদ্ধে ভীষণ পরাজয়ের পর ইরানীদের পক্ষ থেকে এমন আক্রমণের সর্বশেষ চেষ্টা ছিল। নাহাওয়ান্দ হলো, ইরানের একটি শহর এবং হামাদান প্রদেশের রাজধানী–হামাদান থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। নাহাওয়ান্দ সম্পূর্ণরূপে পাহাড়ে ঘেরা একটি শহর ছিল। ইরানের বাদশাহ্‌ ইয়াযদাআর্‌দ্‌, অত্যন্ত তৎপরতার সাথে মুসলমানদের মোকাবিলার জন্য সৈন্য একত্রিত করতে আরম্ভ করে আর নিজ পত্রাদির মাধ্যমে খুরাসান থেকে সিন্ধ পর্যন্ত পুরো দেশে এক আলোড়ন সৃষ্টি করে দেয়। আর সকল দিক থেকে ইরানী সৈন্যরা দলে দলে নাহাওয়ান্দে সমবেত হতে থাকে। হযরত সা'দ (রাঃ) এই সংবাদ হযরত উমর (রাঃ)'র সমীপে উপস্থাপন করেন। হযরত সা'দ (রাঃ)কে অব্যাহতি দিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব খিলাফতের পক্ষ থেকে হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রাঃ)কে প্রদান করা হয়। হযরত উমর (রাঃ) মদীনায় বিজ্ঞ সাহাবীদের সমবেত করে শূরা বা পরামর্শ সভা ডাকেন। হযরত উসমান (রাঃ) হযরত উমর (রাঃ)কে স্বয়ং হিজাযের সেনাদল নিয়ে কূফা অভিমুখে যাত্রা করার ও বসরা থেকে সেনাবাহিনীকে নির্দেশনা প্রেরণ করার পরামর্শ দেন যেন সিরিয়া, ইয়েমেন এবং কুফা থেকে ইসলামী সেনাদল ইরানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। হযরত উসমান (রাঃ)'র এই পরামর্শ সভার অধিকাংশ মানুষের মনঃপূত হয় এবং চতুর্দিক থেকে মুসলমানরা বলে, এই প্রস্তাব যথাযথ। হযরত উমর (রাঃ) আরও পরামর্শ চাইলে হযরত আলী (রাঃ) বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি যদি সিরিয়ার সেনাদলকে সেখান থেকে বেরিয়ে আসার নির্দেশ প্রদান করেন তাহলে সেই এলাকা রোমান বাদশাহ্‌ দখল করে নিবে আর ইয়েমেন থেকে যদি ইসলামী সেনাদল সরিয়ে নেন তাহলে হাবশা বা ইথিওপিয়ার বাদশাহ্‌ উক্ত এলাকা দখল করে নিবে। তাছাড়া আপনি যদি এখান থেকে যাত্রা করেন তাহলে দেশের প্রত্যেক প্রান্ত থেকে আপনার যাত্রার সংবাদ শুনে সবাই আপনার সহযাত্রী হওয়ার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়বে আর যে সংকট মোকাবিলার জন্য আপনি যাচ্ছেন, দেশ খালি করে যাওয়ার দরুন এর চেয়ে বড় সংকটের সৃষ্টি হবে। অতএব, আপনি প্রত্যেক মুসলিম দেশে এই আদেশ দিয়ে প্রেরণ করুন যে, সে দেশের মোট সেনাদল তিন ভাগে ভাগ করে একদল সেনা ইসলামী জনবসতিতে বাড়িঘর এবং এর চতুষ্পার্শ্ব সুরক্ষায় নিয়োজিত থাকবে। এক দল ঐসব বিজিত অঞ্চলে মোতায়েন করা হোক যাদের সাথে শান্তিচুক্তি হয়েছে, যাতে করে যুদ্ধের সময় সেখানকার বাসিন্দারা চুক্তিভঙ্গ করে বিদ্রোহ না করে বসে আর একদল মুসলমানদের জন্য তথা কূফাবাসীর সহায়তায় প্রেরণ করা হোক। হযরত উমর (রাঃ)'র নিকট এ পরামর্শ মনঃপূত হয় ও তিনি মহানবী (সাঃ)এর একজন অন্যতম জ্যেষ্ঠ সাহাবী হযরত নু'মান বিন মুকাররিন (রাঃ)কে এই গুরুদায়িত্বের জন্য বেছে নেন। তিনি (রাঃ) হযরত নুমান বিন মুকাররিন (রাঃ)কে পত্র লিখেন ঃ

"বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। নু'মান বিন মুকাররিন (রাঃ)'র প্রতি সালাম রইল। অতঃপর লিখেন, আমি আল্লাহ্‌তা'লার প্রশংসা করছি যিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। আমি সংবাদ পেয়েছি, ইরানের একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী নেহাওয়ান্দ শহরে তোমার সাথে যুদ্ধ করার জন্য সমবেত হয়েছে। আমার পত্র পাওয়ার পর খোদাতা'লার নির্দেশ এবং তাঁর সাহায্য ও সমর্থনপুষ্ট হয়ে মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে যাত্রা আরম্ভ করো। কিন্তু তাদেরকে এমন শুষ্ক অঞ্চলে নিয়ে যেও না যেখানে হাঁটা দুস্কর হয়ে পড়ে। তাদের অধিকার প্রদানে ত্রুটি করবে না

পাছে তারা অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়। আর তাদেরকে চোরাবালিময় অঞ্চলেও নিয়ে যাবে না কেননা, আমার নিকট একজন মুসলমানের জীবন এক লক্ষ দিনারের চেয়েও অধিক প্রয়। ওয়াস্‌সালামু আলাইকা।" এই আদেশ পালনের লক্ষ্যে হযরত নু'মান (রাঃ) শত্রুর মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে বের হন। তাঁর সঙ্গে কিছু বিশিষ্ট ও সাহসী মুসলমান ছিলেন। হযরত উমর (রাঃ) নির্দেশ দিয়েছিলেন, নু'মান বিন মুকার্‌রিন যদি শহীদ হয়ে যান তবে আমীর হবেন হুযায়ফাহ্ বিন ইয়ামান। তার পরে হবেন জারির বিন আব্দুল্লাহ বাজলী। এরপর হযরত মুগীর্ বিন শু'বা এবং তাঁর শাহাদতের ঘটনা ঘটলে আমীর হবেন আশআস বিন কায়েস। হযরত নু'মান (রাঃ) গোয়েন্দাদের মাধ্যমে খবর পেয়েছিলেন যে, নেহাওন্দ পর্যন্ত পথ পরিষ্কার রয়েছে। ইতিহাসবিদেরা সৈন্যসংখ্যা কোথাও ষাট হাজার আবার কোথাও এক লক্ষ লিখেছেন কিন্তু বুখারীর যে বর্ণনা রয়েছে সে অনুযায়ী এই সংখ্যা চল্লিশ হাজার ছিল। শত্রুদের আহ্বানে আলোচনার জন্য হযরত মুগীরা বিন শু'বা (রাঃ) যান। ইরানীরা অনেক জৌলুসপূর্ণ বৈঠকের আয়োজন করেছিল। ইরানের সেনাপতি আরবদের জীবনের সমস্ত ঘৃণ্য দিক তুলে ধরে। হযরত মুগীরা (রাঃ) বলেন, মহানবী (সাঃ)এর আবির্ভাবের পূর্বে যে যুগ ছিল। কিন্তু সে যুগ এখন আর নেই। তাঁর (সাঃ) আবির্ভাবের ফলে সম্পূর্ণ চিত্রই বদলে গেছে। যাহোক, আলোচনা সভা ব্যর্থ হয় আর উভয় সৈন্যবাহিনী রণক্ষেত্রে নামার জন্য প্রস্তুতি নেয়। অতঃপর যুদ্ধ আরম্ভ হয় কিন্তু রণক্ষেত্রের পরিস্থিতি মুসলমানদের জন্য ভীষণ কষ্টকর ছিল কেননা, শত্রুরা বিভিন্ন পরিখা, দুর্গ এবং ঘরবাড়ির কারণে সুরক্ষিত ছিল। পক্ষান্তরে মুসলমানরা ছিল খোলামাঠে। শত্রুরা অনুকূল পরিবেশ পেলেই আচমকা বাইরে এসে আক্রমণ করে বসতো এবং তারপর আবার নিরাপদ স্থানে ঢুকে পড়তো। এ অবস্থা দেখে ইসলামী সেনাদলের সেনাপতি নু'মান বিন মুকাররিন (রাঃ) একটি পরামর্শ সভার আয়োজন করেন। দীর্ঘ আলোচনা চলাকালীন একসময় তুলায়হা (রাঃ) দাঁড়িয়ে বলেন, আমার মতে একটি ক্ষুদ্র অশ্বারোহী দল শত্রু অভিমুখে পাঠানো হোক, যারা নিকটে গিয়ে কিছু তির বর্ষণ করে যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে বা (শত্রুদের) উত্তেজিত করবে। এই দলের মোকাবিলায় শত্রুরা বাইরে বের হবে এবং আমাদের ক্ষুদ্র দলটির সাথে যুদ্ধ করবে। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের দলটি পিছু হটতে থাকবে এবং এমন ভাব দেখাবে যেন তারা পরাজিত হয়ে পলায়ন করছে। আশা করা যায়, শত্রুরা বিজয়ের আশায় বাইরে বেরিয়ে আসবে আর এরপর যখন তারা উন্মুক্ত প্রান্তরে চলে আসবে তখন আমরা তাদের সাথে সঠিকভাবে বোঝাপড়া করবো। হযরত নু'মান (রাঃ) এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং প্রস্তাবটিকে হযরত কা'কা'র (রাঃ)'র হাতে তুলে দিয়ে বলেন, এই প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা হোক। তিনি তুলায়হার প্রস্তাবানুসারে আমল করেন এবং তুলায়হা যেভাবে বলেছিল হুবহু ঠিক তেমনই হয়েছে। হযরত কা'কা' (রাঃ) আপাতদৃষ্টিতে পরাজিত হয়ে ধীরে ধীরে পিছু হটতে থাকেন আর শত্রু সৈন্যদল বিজয়ের নেশায় সামনে এগুতে থাকে এমনকি সবাই নিজেদের দুর্গ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। কিন্তু তখনও হযরত নু 'মান (রাঃ) যুদ্ধের সাধারণ ঘোষণা প্রদান করেন নি। হযরত নু 'মান (রাঃ) রসূল প্রেমীক ছিলেন আর মহানবী (সাঃ)এর সাধারণ রীতি ছিল, সকালে যদি যুদ্ধ শুরু না হতো তাহলে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর তিনি যুদ্ধের ব্যবস্থা করতেন। তখন গরমের তীব্রতা থাকতো না বরং ঠান্ডা বাতাস প্রবাহিত হতে থাকতো। কতিপয় মুসলমান যুদ্ধ করার জন্য অস্থির হয়ে গিয়েছিলেন আর শত্রুর তিরের আঘাতে কিছু মুসলমান আহত হওয়ার কারণে এই উত্তেজনা আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারা সেনাপ্রধানের কাছে গিয়ে অনুমতি চাইলে তিনি বলতেন, সামান্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর।

সূর্য যখন ঢলতে যাচ্ছিল তখন হযরত নু'মান (রাঃ) ঘোড়ায় আরোহণ করেন এবং চতুর্দিকে সৈন্যদের পর্যবেক্ষণ করেন। প্রতিটি পতাকার কাছে গিয়ে অত্যন্ত আবেগপূর্ণ বক্তৃতা করেন এবং বেদনাভরা কণ্ঠে নিজের শাহাদতের জন্য দোয়া করেন যা শুনে লোকেরা কাঁদতে থাকে। এই ঘোষণার পর তিনি (রাঃ) তিনবার তকবীর বলেন। হযরত নু'মান (রাঃ) তৃতীয় তকবীর উচ্চারণ করার সাথে সাথে মুসলমানরা শত্রুসারির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বীরত্বের সহিত লড়াই করে হযরত নু'মান (রাঃ) এ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। কিন্তু হযরত হুযায়ফাহ্ বিন ইয়ামান, যুদ্ধের ফলাফল না আসা পর্যন্ত হযরত নু'মান (রাঃ)'র শাহাদতের সংবাদ গোপন রাখেন। এক বর্ণনায় রয়েছে যে, মা'কেল বলেন, বিজয়ের পর আমি হযরত নু'মান (রাঃ)'র কাছে আসি। তখনও তার প্রাণ ছিল, মৃদুশ্বাস নিচ্ছিলেন। আমি তাঁর চেহারা মশকের পানি দিয়ে ধৌত করি। তিনি আমার নাম জিজ্ঞেস করেন। অতঃপর মুসলমানদের কী অবস্থা তা জানতে চান? আমি বলি, খোদাতা'লার পক্ষ থেকে আপনাকে বিজয় ও সাহায্যের সুসংবাদ জানাচ্ছি। তিনি (রাঃ) বলেন, আলহামদুলিল্লাহ্, হযরত উমর (রাঃ)কে সংবাদ পাঠিয়ে দাও।

হযরত উমর (রাঃ) যুদ্ধের ফলাফল জানার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান ছিলেন। যে রাতে যুদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা ছিল সেই রাতটি হযরত উমর (রাঃ) অত্যন্ত ব্যাকুলতার সাথে বিনিদ্র কাটিয়ে দেন। বর্ণনাকারী বলছেন, এতটা অস্থিরতার সাথে তিনি (রাঃ) দোয়ায় মগ্ন ছিলেন যে, মনে হচ্ছিল যেন কোন নারী প্রসব বেদনায় ক্লিষ্ট। দূত বিজয়ের সংবাদ নিয়ে মদীনায় পৌঁছেন। হযরত উমর (রাঃ) আলহামদুলিল্লাহ্ বলেন এবং হযরত নু'মান (রাঃ)'র কুশলাদি জিজ্ঞাসা করেন। দূত হযরত নু'মানের শাহাদতের সংবাদ দেন। তখন হযরত উমর (রাঃ) অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে মাথায় হাত রেখে কাঁদতে থাকেন। এরপর দূত অন্যান্য শহীদের নাম শোনান এবং বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আরো অনেক মুসলমান শহীদ হয়েছেন যাদের আপনি চিনেন না। হযরত উমর (রাঃ) কাঁদতে কাঁদতে বলেন, উমর তাদেরকে চনে না তাতে তাদের কোন ক্ষতি নেই, আল্লাহ্ তো তাদেরকে চিনেন। যদিও তারা মুসলমানদের মাঝে পরিচিত নন কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা তাদের শাহাদাতের মাধ্যমে সম্মানীত করেছেন। আল্লাহ্ তাদের জানেন; তাই তাদেরকে উমরের চেনা না চেনায় কি যায় আসে? যুদ্ধের পর মুসলমানরা হামাদান পর্যন্ত শত্রুদের পিছু ধাওয়া করে। এটি দেখে ইরানী নেতা খসরু শানুম হামাদান ও রুস্তগী শহরের পক্ষ থেকে এই শর্তে সন্ধি করে নেয় যে, এই শহরগুলোকে মুসলমানরা আক্রমণ করবে না। মুসলমান বাহিনী নাহাওয়ান্দ শহর দখল করে নেয়। নাহাওয়ান্দের বিজয় ফলাফলের দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরত্ববহ ছিল। এরপর ইরানীদের একসাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আর কোন সুযোগ হয়নি। আর মুসলমানরা এই বিজয়কে ফাতহুল ফুতুহ নামে অভিহিত করতে আরম্ভ করে। নাহাওয়ান্দের পর মুসলিম বাহিনী ইস্ফাহান ও হামাযান বিজয় করে।

খুৎবা শেষে হুযুর আনোয়ার (আইঃ) ইন্দোনেশিয়ার মুবাল্লেগ মুহাম্মদ দিয়ানতুনূ সাহেব, আমেরিকার শিকাগো নিবাসী সাহেবযাদা ফারহান লতিফ সাহেব এবং মালেক মুবাশ্বের আহমদ সাহেব, প্রাক্তন আমীর জামাত দাউদখেল জেলা মিয়াঁওয়ালী, লাহোর, পাকিস্তান, প্রভৃতি মরহুমীনদের প্রশংসাসূচক গুণাবলী ও ঈমানোদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা করেন। এবং জুম্মার নামায শেষে গায়েবানা নামায পড়ানোর ঘোষণা দেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুৎবার অনুবাদ)

BOOK POST
PRINTED MATTER

KHULASA KHUTBA JUMMA
HUZOOR ANWAR (ATBA)

20 AUGUST 2021

To,

Toll Free Number- 1800 3010 2131, Website: www.alislam.org / mta.tv / ahmadiyyamuslimjamaat.in

Compose & Distribute From: Ahmadiyya Muslim Mission, Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B.